লিপি
শিলিগুড়ি, রবিবার, ১৪ জানুয়ারি ২০১৮
Siliguri•Sunday•January 14, 2018
Arthik Lipi, Page 3

কার্যত ঝাঁঝহীন বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি

মুকুলের দাবি মেনেই যুব মোর্চার বাইক মিছিলে সায় রাজ্য বিজেপি'র

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াপাড়া বিধানসভা আসনে মঞ্জু বসু ইস্যুতে মুখ পুড়েছিল মুকুল রায়ের। তবে শনিবার কিন্তু তৃণমূলত্যাগী এই নেতার মতেই সায় দিল রাজ্য বিজেপি। শুক্রবার বাইক র‍্যালিকে ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি হামলায় রক্তাক্ত হয় শহর। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, পোস্তা সহ একাধিক জায়গায় ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে দু'পক্ষ। এর ফলে বিজেপি যুবমোর্চার 'প্রতিবাদ-সংকল্প যাত্রা'য় বাইক মিছিল আদৌ করা উচিত কিনা তা নিয়ে রীতিমতো দ্বন্দে ছিল রাজ্য বিজেপি। শুক্রবারের ঘটনার পর এই বাইক মিছিল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তবে প্রথম থেকেই এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন মুকুল রায়। র‍্যালি নিয়ে কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে মুরলীধর সেন লেনের ম্যানেজাররা। শনিবার বিকেলে তড়িঘড়ি বৈঠকে বসে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব। তবে বলা যেতে পারে শেষ পর্যন্ত দিলীপ ঘোষকে হারিয়েই দিলেন মুকুল। সূত্রের খবর, বৈঠকের প্রথম থেকেই এই বাইক মিছিল করা উচিত বলে মত দেন মুকুল রায়। আর এই সিদ্ধান্তেই সিলমোহর দিল রাজ্য বিজেপি। সূত্রের খবর, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৫-২০ জানুয়ারি এই বাইক মিছিল করবে বিজেপির যুব মোর্চা। আগে থেকে ঠিক করা রুটেই বাইক মিছিল করবে বিজেপি। তবে আদালতের আপত্তি থাকলে সেক্ষেত্রে রুট বদল করা হবে বলেও এদিন বিজেপির রাজ্য কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুকুল রায়ের বক্তব্য,'বাইক র‍্যালির কর্মসূচি বন্ধ করা হবে না। প্রাণ গেলেও এই মিছিল হবেই।' অপরদিকে শনিবার রাজ্যজুড়ে থানা ঘেরাও কমসূচির ডাক দেয় রাজ্য বিজেপি। শনিবার সকাল থেকেই শহরে এই থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেয় বিজেপি নেতা-কর্মীরা। শুক্রবার বাইক মিছিলকে ঘিরে যে উন্মাদনা বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল, শনিবার তা অনেকটাই নিষ্প্রভ ছিল এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি। ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, লেকটাউন সহ কয়েকটি থানায় হাতেগোনা কয়েকজন নেতা-কর্মী নিয়ে এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি করেই ক্ষান্ত থাকতে হয় গেরুয়া শিবিরকে। শাসকদলকে শক্তি দেখাতে গিয়ে এককথায় 'ডাহা ফেল' দিলীপ ঘোষ-মুকুল রায়রা।

বেহালা থানার সামনে বিজেপি'র বিক্ষোভ কর্মসূচি।

তবে শক্তি প্রদর্শনে যে বিজেপি ব্যর্থ, তা এদিন কার্যত মেনেও নেন মুকুল রায়। তাঁর বক্তব্য,'সব জায়গায় কর্মসূচি হয়েছে, তবে এটা বাস্তব সর্বত্র সফল হয়নি। কোথাও তীব্রতা ছিল, কোথাও ছিল না।' এমনকী এই কর্মসূচি মাঝপথে ছেড়ে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে চলে যান খোদ রাজ্য বিজেপি সভাপতিই। বিজেপির একাংশের অভিযোগ, প্রস্তুতি ছাড়াই তড়িঘড়ি থানা ঘেরাও কর্মসূচি নেওয়ায় মুখ পুড়ল পদ্ম শিবিরের। পাশাপাশি সাংগঠনিক শক্তিও যাচাই করার আগেই এই সিদ্ধান্তেও ভুগতে হল দিলীপ ঘোষদের। তবে এই কর্মসূচিকে ঘিরে সামান্য উত্তেজনা ছড়াল বেহালায়। বেহালায় থানা ঘেরাও কর্মসূচির দায়িত্বে ছিলেন রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিযোগ, অনুমতি থাকা সত্ত্বেও পুলিশ মঞ্চ খুলে দেয়। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি নেতা মুকুল রায়ের বক্তব্য,'আসলে বিজেপিকে ভয় পেয়েছে তৃণমূল। আর ভয় পেয়েই বিজেপিকে বাধা দিচ্ছে। এমনকী আদালতের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও সেই কর্মসূচি বন্ধ করতে গুন্ডামি করছে তৃণমূল।' শনিবার জোড়াবাগানে 'হামলা'র ঘটনায় ধৃত ৯ বিজেপি কর্মীকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট। ধৃতদের আদালতে তোলার সময় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। পুলিশ ও সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেয় তারা।

লোকজন নেই থানা ঘেরাও ! বিজেপিকে কটাক্ষ পার্থর

ভয় পেয়েছে তৃণমূল, পাল্টা মন্তব্য মুকুল রায়ের

স্টাফ রিপোর্টার : বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার 'প্রতিবাদ-সংকল্প অভিযান'কে ঘিরে রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দলের মধ্যে ঝামেলায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ। শনিবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাওয়ের ডাক দেয় রাজ্য বিজেপি। যদিও শাসকদলকে শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে এদিন কিছুটা হলেও বেকায়দায় পড়ে যায় রাজ্য বিজেপি। হাতেগোনা কর্মী-সমর্থক নিয়ে থানা ঘেরাও কর্মসূচি করতে হয় গেরুয়া শিবিরকে। আর এই থানা ঘেরাও কর্মসূচিকে পরোক্ষভাবে বিজেপির 'ফ্লপ শো' বলেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূলের মহাসচিব। পাল্টা তৃণমূলকেও চাঁচাছোলা ভাষায় পাল্টা আক্রমণ করেন মুকুল রায়। এদিন বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচি নিয়েপার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য,'লোকজন আছে কী? লোকজন থাকলে তবে তো থানা ঘেরাও করবে। ওই দু-তিনটে থানায় কিছু লোকজন নিয়ে ঘেরাও করে বলছে সারা রাজ্যে ঘেরাও করেছি। যেখানে যেখানে মিডিয়া গিয়েছে সেখানেই ওরা গিয়েছে।'

শুক্রবারই বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগ তোলেন তৃণমূলের মহাসচিব। এদিনও একইভাবে বিজেপিকে আক্রমণ করেন তিনি। পাল্টা তৃণমূলকে আক্রমণের রাস্তায় নামেন একদা জোড়াফুলের 'সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড' মুকুল রায়। শনিবার দলীয় নেতৃত্বকে নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসে যান তিনি। সেখানেই পরে তাঁর প্রশ্ন,'যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় প্রত্যেককেই সাংবিধানিক দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। শুক্রবারের ঘটনায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কী তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছেন?' পাশাপাশি এদিন মুকুল রায় আরও বলেন,'আগে সিপিএম যেমন বিপক্ষ ভোটারদের ভয় পেয়ে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দিত না। এখন তৃণমূলও ভয় পাচ্ছে, মানুষ ভোট দিতে পারলে ফলাফল উল্টে যেতে পারে। তাই ভয় পেয়ে আক্রমণ করছে।' শুক্রবার রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে বিজেপি প্রতিনিধিদল। সেখানেই রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারির দাবিও করে। তা নিয়েও এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি বাংলায় বিশৃঙ্খলা করছে , আবার ৩৫৬-র দাবিও করছে ! অনেক ৩৫৬ ধারা দেখেছি। হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!' অপরদিকে বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচির পাল্টা বিশাল মিছিল করল তৃণমূল। গণেশ টকিজের সামনে থেকে কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থক নিয়ে মিছিল করেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজা।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে চিকিৎসককে মারধর, গ্রেফতার ১

স্টাফ রিপোর্টার : রোগী-মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার এনআরএস। ভুল চিকিৎসার অভিযোগে জুনিয়র ডাক্তার লেডিওয়াবং জামিরকে মারধরের অভিযোগ রোগীর পরিবারের বিরুদ্ধে। চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত। শুক্রবার রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এনআরএসে। ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতির ডাক দেয় চিকিৎসকেরা। শুক্রবার রাতে নিউটাউন চক্রবেড়িয়ার সারদাপল্লির বাসিন্দা হরিদাস রায়কে হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এনআরএসে। রাতে তার মৃত্যু হয়। সেই সময়ে কর্মরত ছিলেন লেডিওয়াবং জামির। তাঁর অভিযোগ, 'আমার নাকে-মুখে চড়-ঘুসি মারে। ওদের অভিযোগ, ভুল চিকিৎসার কারণেই মৃত্যু হয়েছে রোগীর।' এমনকী সেই সময়েই ডিউটিতে থাকা আরও কয়েকজন জুনিয়র ডাক্তারককেও মারধর করে মৃত হরিদাসের বাবা নারায়ণ রায়। পরে

আক্রান্ত চিকিৎসক

এন্টালি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন লেডিওয়াবং। কর্মবিরতি শুরু করে চিকিৎসকেরা। পরে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিলে কর্মবিরতি তুলে নেওয়া হয়। পরে তদন্তে নেমে নারায়ন রায় নামে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এন্টালি থানার পুলিশ। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ছাড়াও আরও কেউ জড়িত কি না তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজও।

গঙ্গাসাগরকে জাতীয় মেলা করার দাবি জেডি (এস)'-এর

স্টাফ রিপোর্টার : এর আগে সাগরে দাঁড়িয়ে গঙ্গাসাগরকে কুম্ভ মেলার সমান মর্যাদার দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুণ্যস্নানের আগের দিন সেই দাবিকেই সমর্থন জানাল জনতা দল (সেকুলার)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখা। শনিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে এই দাবি করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পুনিত কুমার সিং। তার বক্তব্য,'গঙ্গাসাগর মেলাকে যাতে রাষ্ট্রীয় মেলা হিসাবে ঘোষণা করা হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাচ্ছি।' এই দাবি নিয়ে চলতি মাসের ১৭ তারিখ রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করবে জেডিএসের প্রতিনিধি দল। পুনিতের আরও বক্তব্য, 'এই মেলায় লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন পুণ্য লাভের আশায়। রাষ্ট্রীয় মেলার মর্যাদা পেলে পুণ্যার্থী থেকে শুরু করে প্রশাসন প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় সহায়তা পাবে।

অসমে বাঙালিদের প্রতারণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী : আমরা বাঙালি

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিক পঞ্জিকরণের নাম করে অসমে বাঙালিদের বাস্তুচ্যুত করা হচ্ছে বলে শনিবার অভিযোগ করল আমরা বাঙালি। এদিন কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক বকুলচন্দ্র রায়। তার বক্তব্য, '২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর অসমে নির্বাচনী প্রচারে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সময় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালকে পাশে নিয়ে কথা দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে সমস্ত বাঙালিদের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।' অসমে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই নাগরিক পঞ্জির নাম করে 'বাঙালি খেদাও' করা হচ্ছে বলে দাবি করে আমরা বাঙালি'র কেন্দ্রীয় সম্পাদকের বক্তব্য, 'এখন ক্ষমতায় এসে সেই প্রতিশ্রুতি ভুলে গেছেন নরেন্দ্র মোদী ও অসমের বিজেপি সরকার। ওখানকার বাঙালিদের সঙ্গে কার্যত প্রতারণা করেছেন নরেন্দ্র মোদী।' নাগরিক পঞ্জি'র ফলে অসমের প্রায় ১.৩৯ কোটি বাঙালিকে এক ঝটকায় 'বিদেশি' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা ইতিমধ্যেই করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ইস্যুতেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরিও। এরপরেই অসমের বাঙালিদের পাশে দাঁড়াতে ময়দানে নামল আমরা বাঙালি। এদিন নিজেদের বক্তব্যের সমর্থনে বেশ কিছু পরিসংখ্যানও তুলে ধরে সংগঠনের নেতৃত্ব। তাদের দাবি, ১৯৩১ সালে অসমে বাঙালি'র সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৯,৫৪,০৩৫ সেখানে অসমীয়াদের সংখ্যা ছিল ১৯,৮২,৫২৫। অপরদিকে ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা হয় অসমীয়াদের ৪৯,১৩,৯২৯ আর বাঙালিদের ১৪,৪৭,০০০। আর ১৯৭১ সালে অসমীয়াদের সংখ্যা হয় ৮৯,০৪,৯১৭ আর বাঙালিদের ২৮,৮০,০০০। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেই সংগঠনের সহ সম্পাদক তারাপদ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'আসলে বাঙালিদের পরিকল্পিতভাবে আক্রান্ত করতে অসমে জনগণনার নাম করে মানুষ চুরি করা হয়েছে। আসলে বাঙালিরাই অসমের ভূমিপত্র।' তবে এই ইস্যুতে বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা চুপ বলেও অভিযোগ করেন তারা। আগামী ১৮ জানুয়ারি 'বাঙালি খেদাও'-এর বিরুদ্ধে অসম ভবনে বিক্ষোভ দেখাবে আমরা বাঙালি।

ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত স্কুলছাত্রী, পথ অবরোধ স্থানীয়দের

স্টাফ রিপোর্টার : পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ চলার মধ্যেই বেপরোয়া গতির বলি এক স্কুল ছাত্রী। ট্রলারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় আসমিনা পারভিন ওরফে সোফিয়া। শনিবার সকাল ১০ টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে বন্দর এলাকার সিজিআর রোডে। স্থানীয় হিন্দি মিডিয়াম স্কুল আর্য পরিষদ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী আসমিনা। এদিন স্কুল ছুটির পর বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল বছর তেরোর সোফিয়া। সেই সময়ে নিমকমহল রোডে একটি ট্রেলার ইউটার্ন নিচ্ছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুড়মুড়িয়ে ওই ছাত্রীটিকে ধাক্কা মেরে বেশ কিছুটা দূরে টেনে নিয়ে যায়। মাথার উপর দিয়ে চলে যায়। স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় ছাত্রীটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আসমিনার। দুর্ঘটনার পর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন স্থানীয়রা। আটক করা হয় ঘাতক ট্রেলারটিকে। ভাঙচুরও করা হয়। তবে ঘটনার পরই পলাতক চালক। তবে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পায় আসমিনার সঙ্গে থাকা নেহা।

এরপরই সিজিআর রোড আর নিমকমহল রোডের সংযোগস্থলে অবরোধ শুরু করেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। ক্ষোভ উগরে দিয়ে স্থানীয়দের অভিযোগ, 'স্পিড ব্রেকার নেই, তারপরও পুলিশের নজরদারির অভাবে যানজট তৈরি হয়। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে।' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান আসমিনা পারভিনের মা। মেয়েকে মৃত অবস্থায় দেখে সেখানেই জ্ঞান হারান তিনি। পুলিশের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। অবরোধের জেরে বেশ কিছুক্ষণ যানজট তৈরি হয়। লরি চালককে গ্রেফতার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে আসে। এমনকী অবরোধ তুলতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলেও অভিযোগ। ডিসি (পোর্ট) সৈয়দ ওয়াকার রেজা বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ ওঠে।

প্রথমসারির পরিচালক, ২৫টি ছবি

তিন বছরে ১০০ কোটি বিনিয়োগের ঘোষণা এসভিএফ-এর

স্টাফ রিপোর্টার : টলিউডের বিগেস্ট স্টার, প্রথমসারির পরিচালক এবং ২৫টি বিগ বাজেটের ফিল্ম। সংক্ষেপে এই হল ভেঙ্কটেশ ফিল্মস্ এর আগামী তিন বছরের পরিকল্পনা। এসভিএফের দুই কর্ণধার জানিয়েছেন, আগামী তিন বছরে (২০১৮-২০২০) এই ২৫টি ছবির মাধ্যমে টলিউডে ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি কলকাতায় 'এসভিএফ স্টোরিস' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে এই পরিকল্পনার ঘোষণা করা হয়েছে। এই তিন বছরে এসভিএফের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছবি বানাতে চলেছেন টলিউডের একাধিক প্রথমসারির পরিচালক। তালিকায় থাকছেন অপর্ণা সেন থেকে সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অঞ্জন দত্ত থেকে অরিন্দম শীল, বিরশা দাশগুপ্ত, সন্দীপ রায়, মৈনাক ভৌমিক প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' অবলম্বনে অপর্ণা সেন বানাচ্ছেন 'ঘরে ও বাইরে'।

অন্যদিকে, আগামী বছরগুলিতে সৃজিত মুখোপাধ্যায় বড় পর্দায় হাজির হবেন 'উমা',

'কাকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'এক যে ছিল রাজা' নিয়ে। অঞ্জন দত্ত বানাতে চলেছেন 'ফাইনালি ভালোবাসা' এবং 'আমি আসব ফিরে'।

এছাড়াও সন্দীপ রায়ের 'ফেলুদা', 'প্রফেসর শঙ্কু ও এল ডোরাডো', অরিন্দম শীলের 'ব্যোমকেশ গোত্র', বিরশা দাশগুপ্তর স্বস্তিকা, নুশরত, মিমি, সোহীনি সরকার, প্রিয়াঙ্কা অভিনীত 'ক্রিশ ক্রশ', মৈনাক ভৌমিকের 'জেনারেশন আমি'র মতো ছবিগুলোও প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে এসভিএফ। এছাড়াও কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায় তার শঙ্কর সিরিসের তৃতীয় ছবিটিও এই প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বানাবেন বলে ঠিক হয়েছে। এই তিন বছরে এসভিএফের সঙ্গে কাজ করার কথা রয়েছে রাজীব, রাজ চক্রবর্তী, দেবালয় ভট্টাচার্যের মতো পরিচালকদেরও।

তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে বাড়তি ব্যবস্থা পুরসভার

স্টাফ রিপোর্টার : গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে তীর্থযাত্রীদের ভিড়ে শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতে বাড়তি ব্যবস্থা নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ ২৪ ঘণ্টাই কাজ করছে। এমনটাই বলেন পুরসভার জঞ্জাল বিভাগের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার। তিনি আরও বলেন, 'পুরসভার ৪৮টি চলমান কম্প্যাক্টর কাজ করে। এই উপলক্ষে আরও দু'টি বাড়ানো হয়েছে'। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষেরা আসেন গঙ্গাসাগরের মেলা উপলক্ষে। বাবুঘাটে অস্থায়ী ক্যাম্পে তাঁদের থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। ৯ জানুয়ারি থেকে এই ক্যাম্পে থাকা শুরু হয়েছে। যা চলবে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। শ'য়ে শ'য়ে সাধু-সন্ন্যাসীরা তো রয়েছেন, আছে বিদেশিদের আনাগোনাও। দেবব্রতবাবু জানান, 'বর্জ্য

অপসারণের জন্য ৮টি ব্যাটারি চালিত গাড়ি ব্যবস্থা করা হচ্ছে। চলছে অতিরিক্ত ট্রাই সাইকেলও'। তিনি আরও জানান, অস্থায়ী শৌচালয়গুলির জন্য তিনটি জলের গাড়ি ও মল পরিষ্কার করার জন্য তিনটি স্টুল এম্পিয়ার কাজ করছে। তিনটি শিফট মিলিয়ে ৩০০জন সাফাই কর্মী কাজ করছে'। ভিনরাজ্য অর্থাৎ বিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীদের কাছে শহরকে 'নিট অ্যান্ড ক্লিন' রাখতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে পুরসভা পুণ্যলাভের আশায় সাগরসঙ্গমের দিকে রওনা হওয়ার জন্য শহরের নানা প্রান্ত থেকে তীর্থযাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছেন রাজ্য সরকারের অস্থায়ী ক্যাম্পে। দু'বেলা খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন গঙ্গাসাগরের দিকে। থাকা-খাওয়ার পাশাপাশি শৌচকর্মের জন্যও রয়েছে একাধিক ব্যবস্থা। রাজ্য সরকারের নির্দেশে কোনও কিছুর কার্পণ্যতা রাখছে না পুরসভা। অন্যদিকে, বুধবার কালীঘাট মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন জঞ্জাল অপসারণ বিভাগের মেয়র পারিষদ এবং বিভাগীয় আধিকারিকরা। মন্দির চত্বর অবিলম্বে পরিষ্কার করার নির্দেশ দেন দেবব্রতবাবু। এর পাশাপাশি অন্যান্য ঘোরার ও দেখার জায়গাগুলি পরিষ্কার রাখতে বলেন তিনি।